দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য: নাগরিক একাকিত্বের স্বরূপ-সন্ধান

(নির্বাচিত রচনা অনুসরণে)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে

পিএইচ. ডি. উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

গবেষক

মৌলিকা সাজোয়াল

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শম্পা চৌধুরী

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা: ৭০০০৩২

২০২৪

প্রস্তাবনা

'মানুষ', বিশেষত নগরবাসী 'নিঃসঙ্গ', 'বিচ্ছিন্ন' মানুষ দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্রীয় বিষয়। মানবিক বিশ্বের বিস্তৃত এবং অতল গহ্বরে প্রতিনিয়ত চলাচল করা দুর্বোধ্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবাবেগের প্রাচুর্যকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না, হাতের মুঠোয় ধরা যায় না। কিন্তু সেই সব নিরাকার, অদেখা, অজানা আবেগানুভূতিই অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে। নিরাবয়ব মনের চোরা কুঠুরির এই সব বাসিন্দাদের ধরে ফেলা সহজ কথা নয়। অথচ দিব্যেন্দু পালিত অনায়াসে কিছু শব্দ এবং বাক্যের শাণিত প্রয়োগ করে নাগরিক মনের যাবতীয় আবেগকে একত্রিত করে কথার আকারে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থাপিত করেছেন। নাগরিক মনের চিরন্তন সংকটকে তো বটেই, তবে আরও নির্দিষ্ট করে বললে দিব্যেন্দু পালিত তাঁর সমসময়ের নগর-মনের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ এবং বিশ্বাসকে যে নৈপুণ্যের সঙ্গে কথাসাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা তাঁকে কেবল একজন অসামান্য সাহিত্যিকের তকমা দেয় না, একজন নিবিড় জীবন-পরিদর্শকের স্থানও দেয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী এবং পুরুষের মধ্যে যে অসাম্যের দিকটিকে আমরা সাধারণ সামাজিক সত্য হিসেবে জেনে এসেছি, সেই দিকটি ফটোগ্রাফিক বাস্তবতার সঙ্গে তিনি তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন কিন্তু তাঁর সাহিত্যে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান গুরুত্ব পেয়েছে। গুরুত্বের দিক থেকে সাহিত্যাঙ্গনে নারী-পুরুষের এই অসাম্যের দিকটিকে তিনি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন। বরঞ্চ নারীমনের বহুমাত্রিক গভীরতার দিকটিই তাঁকে সাহিত্যিক হিসেবে বেশি আকর্ষণ করেছে। তবে এক্ষেত্রে বলা জরুরি, পুরুষের নারীর প্রতি যে আকর্ষণ সমাজে সচরাচর দেখা যায়, বা সাহিত্যে নারীর প্রতি

পুরুষের মুগ্ধতার যে নামান্তর পাওয়া যায়, সেই ধরনের আকর্ষণের থেকে দিব্যেন্দু পালিতের নারীমনের প্রতি আকর্ষণের বিস্তর ফারাক আছে। তিনি নারী-হৃদয়কে কখনও পুরুষ হিসেবে পড়েননি। নারী-হৃদয়কে জানবার, বুঝবার অদ্ভুত গূঢ় কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, যে কৌশলে তথাকথিত পুরুষোচিত কোনও কাঠিন্য, রূঢ়তা-সম্পৃক্ত গুণাবলী বা যৌনতাকেন্দ্রিক আকাশ-কুসুম কল্পনা ঠাঁই পায়নি। দিব্যেন্দু পালিত নারীর হৃদয়কে জেনেছেন, অনুভব করেছেন নারীমনের সঙ্গে একশো শতাংশ সমব্যথী হয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন একজন নাগরিক পুরুষ এবং একজন নাগরিক মহিলার একাকিত্বের কারণ, একাকিত্বের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ জন্মের পর থেকেই নারীকে তার পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করা শুরু করে দেয়, যত দিন যায় তত একাকিত্বের গভীরতা আরও বাড়তে থাকে। অন্যদিকে পুরুষের একাকিত্ব শুরু হয় সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে, কারণ পুরুষেরা সাধারণত (ব্যতিক্রম রয়েছে) কৈশোর অতিক্রম করে তারপর সমাজ-সচেতন হওয়া শুরু করে।

দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যের ভাষা রীতিমতো আধুনিক, ভাষাভঙ্গি সুসংহত, নির্মেদ। স্বভাবত সংযমী দিব্যেন্দু পালিতের রচনাও সংযমপরায়ণ। বাড়তি শব্দের ব্যবহার, বাড়তি আবেগ-উচ্ছ্বাসের কোনও জায়গা নেই তাঁর সাহিত্যে। দিব্যেন্দু পালিতের কোনও রচনাই আকারে দীর্ঘ বলা চলে না, তবে তাঁর রচনার সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে— প্রায় ৪০ টি উপন্যাস, ২০০ টি গল্প, ৯ টি কবিতা-সংকলন, ৪ টি প্রবন্ধ ও রম্য-রচনা সংকলন। এছাড়া তিনি নির্মাল্য আচার্যের সঙ্গে ‘শতবর্ষে চলচ্চিত্র’ গ্রন্থটির দুটি খণ্ড যুগ্ম-সম্পাদনা করেন এবং ২ টি নাটকও রচনা করেন।

অধ্যায়গুলি শুরু করার আগে 'প্রাক্‌কথন' অংশে আমি 'নাগরিক একাকিত্ব' বিষয়টির একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং নাগরিক একাকিত্ব কেন, কীভাবে দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে এতখানি প্রাধান্য লাভ করল সেই নিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করেছি, যা আমার পরবর্তী অধ্যায়গুলির ভিত্তিস্বরূপ। অধ্যায়-বিভাজনসহ আমার গবেষণা-কর্মে আলোচিত বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ—

প্রাক্‌কথন:

- নাগরিক একাকিত্ব।
- কার্ল মার্কসের 'অ্যালিয়েনেশন থিওরি'র ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ।
- দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য রচনার প্রিয় বিষয় কেন 'নাগরিক একাকিত্ব', সেই সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা।

প্রথম অধ্যায়: **নগর-দর্পণে দাম্পত্য**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, হতাশাগ্রস্ত দিনলিপিতে অভ্যস্ত নগরবাসীর কথা।
- যৌথ পরিবার থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা অণু (নিউক্লিয়ার) পরিবারের কথা, পিতৃপুরুষের বসত বাড়ি থেকে ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে আসা দম্পতির কথা, স্ত্রীর হঠাৎ আর্থিক স্বাবলম্বিতা লাভের ঘটনাকে আত্মস্থ করতে না পারা বিপর্যস্ত স্বামী, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে দাম্পত্য সম্পর্কে পুরুষ এবং নারীর অবস্থানের স্বরূপ।
- এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রে *ঘরবাড়ি*, *সিনেমায় যেমন হয়*, *সেকেন্ড হানিমুন*, *অবৈধ* এবং *আড়াল* উপন্যাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়: **নগর, নারী ও স্বাবলম্বন**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
- বিবাহ-বিচ্ছিন্ন, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী মেয়েদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা এবং সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু, তা নির্ধারণ করার সূত্রে *প্রণয়চিহ্ন* এবং *অনুভব* উপন্যাস।
- মেয়েদের মেসবাড়িতে বসবাস করা কর্মরত মেয়েদের জীবনযাপন এবং মানস-যাপনের পর্যালোচনার সূত্রে *মধ্যরাত* ও *স্বপ্নের ভিতর* উপন্যাস।
- আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এক বিধবা মেয়ের মানসিকভাবে স্বাবলম্বিতা অর্জনের প্রতিটি পদক্ষেপের বিশদ ব্যাখ্যা *সংঘাত* উপন্যাসের সূত্র ধরে।

তৃতীয় অধ্যায়: **নগরজীবনে নিঃসঙ্গ-বিভ্রান্ত পুরুষ**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- বিজ্ঞাপন জগতের প্রতি দিব্যেন্দু পালিতের গভীর পর্যবেক্ষণ এবং সেই সূত্রে বিজ্ঞাপন জগতের মহারথীদের নিয়ে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ('ম্যাকিয়াভেলিয়ানিজম' তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)। এই বিষয়টির সমর্থক দুটি উপন্যাস *সম্পর্ক* এবং *বিনিদ্র*।
- স্বাধীনতা-পরবর্তী মোহভঙ্গের কাল থেকে শুরু করে নকশাল-আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক আলাপ-আলোচনা এবং সেই সময়ের সাধারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত রাজনীতিবিমুখ যুব-সমাজের কথা প্রসঙ্গে *ভেবেছিলাম* এবং *আমরা* উপন্যাস।

- নকশাল-আন্দোলন পরবর্তী যুব-সমাজের ছত্রভঙ্গ হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একজন উচ্চ-মধ্যবিত্ত, ক্ষমতাবান পরিবারের শিক্ষিত যুবকের বিভ্রান্তি, দোলাচলতা ও দ্বন্দ্বের আলোচনা-সূত্রে *ঢেউ* উপন্যাস।

চতুর্থ অধ্যায়: **দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অভিঘাত**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- পণ্য-সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে পেটের দায়ে শহরে চলে আসা মানুষগুলোর নাগরিক ভাগ্য নির্ধারণ হওয়ার বিস্তৃত ইতিহাস।
- এই ঘটনার আধুনিক পরিণতির স্বরূপবিশিষ্ট কিছু গল্প।

পঞ্চম অধ্যায়: **নাগরিক নিঃসঙ্গতার কণ্ঠস্বর**

আলোচ্য বিষয়সমূহ—

- নাগরিক নিঃসঙ্গতার চিহ্ন-নির্ধারণ।
- এই নির্ধারিত চিহ্নগুলির নিরিখে দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান।

পরিশেষ

- কলকাতাকেন্দ্রিক কিছু উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্য নিয়ে একটি ছক নির্মাণ।
- এইসব নগরকেন্দ্রিক কথাসাহিত্য-সম্ভারের মাঝে দিব্যেন্দু পালিতের বিশিষ্টতা নির্ধারণ। সেই সূত্রে আব্রাহাম হ্যারল্ড মাসলো-নির্দেশিত 'হায়ারার্কি অফ নিড্‌স্' তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

- দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য নিয়ে সম্ভাব্য আর কী কী গবেষণার কাজ হতে পারে, তা চিহ্নিতকরণ।
- দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যানুরাগী হিসেবে গবেষণা-কর্মের মুখ্য অনুসন্ধান।

গ্রন্থপঞ্জি:

- আকর গ্রন্থাবলি
- সহায়ক গ্রন্থাবলি (বাংলা ও বিদেশি)
- অনূদিত গ্রন্থাবলি
- পত্র-পত্রিকা (বাংলা ও বিদেশি)
- বৈদ্যুতিন মাধ্যম

(দিব্যেন্দু পালিতের পূর্ণাঙ্গ জীবনপঞ্জি এবং গ্রন্থপঞ্জির উল্লেখ আমি আমার এই গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্গত করিনি। কারণ তাঁর জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জির একটি সুসংবদ্ধ, সম্পূর্ণ উপস্থাপনা রয়েছে প্রদীপ্ত রায় সম্পাদিত *প্রিয়দর্শিনী*-র দিব্যেন্দু পালিত সংখ্যায় (জানুয়ারি—মার্চ ২০০৩), তাছাড়াও পূর্বোক্ত গবেষক শ্রী রবীন্দ্র কুমার বর্মন মহাশয় তাঁর গবেষণা-সন্দর্ভে দিব্যেন্দু পালিতের 'কালপঞ্জি' এবং 'বংশতালিকা'র উল্লেখ করেছেন)

প্রাক্‌কথন

শহর কলকাতার যান্ত্রিক জীবন অতিবাহিত করা যে মানুষগুলো প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নাকে-মুখে গুঁজে অফিসে ছোটে, যাদের ধুলো খাওয়া প্রাণ গলায় রাশ টেনে ক্বচিৎ-কদাচিৎ নির্জন দুপুরে একঘেয়ে কা-কা ডাকের শব্দে বা কোকিলের মিঠে ডাকের ফাঁকে হঠাৎ আবিষ্কার করে নির্জনতা কী ভীষণ বেদনাময়, তাদের ক্লান্ত-উদাসীন চোখ দিয়ে নিপুণভাবে এ শহরকে দেখেছেন দিব্যেন্দু পালিত। প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলা এইসব নাগরিকদের অবসন্ন হৃদয়ের প্রতিটি আকুতির খোঁজ রয়েছে তাঁর সাহিত্যের পাতায়। যেসব বিভ্রান্ত নগরবাসী সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে-ভুগতে অবশেষে ক্লান্ত বুকে গভীর ঘুম দিয়ে জীবন থেকে অসহায়ভাবে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাদের মনের প্রতিটা বাঁকের খোঁজ রয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে। এ শহরের প্রতিটি মানুষ লাখো মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়েও একা, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। এই বিচ্ছিন্নতা কেবল একে অপরের সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গে নিজের, নিজেকে না বোঝার, নিজেকে না জানার, না চেনার তীব্র আস্ফালন। কোথায় এই নিষ্ঠুর বিচ্ছিন্নতার জন্ম, তা বুঝতে গেলে প্রাথমিকভাবে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) কথিত 'অ্যালিয়েনেশন থিওরি'র প্রসঙ্গ টানতেই হয়। বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ হিসেবে নগর জীবনের দুটি দিককে চিহ্নিত করা যেতে পারে—

- যান্ত্রিক জীবন যাপন
- শ্রমিক বা মানুষের তুলনায় বস্তু বা পণ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ

মার্কস দেখিয়েছেন ইন্ডাসট্রিয়াল সোসাইটিতে ‘commodity fetishism’ কীভাবে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করছে। মানুষ যখন কোনও পণ্য দেখে বা ক্রয় করে, তখন তারা সেই পণ্যের পিছনে যে শ্রম এবং সামাজিক সম্পর্ক রয়েছে, সে কথা বিস্মৃত হয়। মানব-শ্রম এবং সামাজিক সম্পর্কের থেকে পণ্যটি বেশি মূল্যবান এবং আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায় তাদের কাছে। পণ্যের ঔজ্জ্বল্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় শোষণ ও শ্রমের প্রকৃত বাস্তবতা এবং তৈরি হয় বিচ্ছিন্নতা। চারটি মুখ্য কারণ দেখিয়ে চার ধরনের বিচ্ছিন্নতার উল্লেখ করেছেন মার্কস। কারণগুলি নিম্নোল্লিখিত—

- উৎপাদন-ব্যবস্থার ওপর শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণের অভাব
- উৎপাদিত দ্রব্যের হাজাররকমের প্রলোভন
- যন্ত্রের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা
- নিজের সত্তার থেকে নিজের বিচ্ছিন্নতা

ক্যাপিটালিজমে অ্যালিয়েনেশন নিজের চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। মার্কস বলছেন, বিষয় (subject) এবং লক্ষ্যের (object) ভূমিকা বিপরীতমুখী এবং বিপর্যস্ত। লক্ষ্য, বিষয়ের মালিক হয়ে দাঁড়ায়। যেমনটা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়, যন্ত্রকে নির্মাণ করেছে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে, অথচ মানুষ নিজেই বর্তমানে যন্ত্রের দাসত্ব করে।

নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত নারী-পুরুষদের একাকিত্বের যে বিশেষ মানসিক আবেগার্দ্র দিক, তা দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যের মূলগত ভাবধারার একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কখনও ব্যক্তিগত, কখনও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, কখনও প্রেম বা দাম্পত্য সম্পর্কে ব্যর্থতা, কখনও জীবন সম্পর্কে অর্থহীনতার মতো নানান কারণকে অবলম্বন করে তাঁর গল্প-উপন্যাস গতি লাভ করেছে। দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা,

উপলব্ধি, চিন্তাধারার বিপুল সমাবেশও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে একাকিত্বকে ঘনিয়ে তুলেছে। তাই হয়তো সাহিত্য-সাধনার সময় তিনি মানব-মনের একাকিত্বের দিকটি নিয়ে অধিক চর্চা করেছেন। মফঃস্বলের আপাত সরল আবহাওয়া এবং শহরের জটিল গাঢ় ধোঁয়াশার মাঝে দু-রকমভাবে জীবন কাটানোর পর এ দুইয়ের পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে জন্ম হয় ‘এক তৃতীয় অভিজ্ঞতার’। সেই তৃতীয় অভিজ্ঞতাজাত গভীর বোধশক্তি, নিস্তরঙ্গ গভীর বিষণ্ণতা, সংযমী নিঃসঙ্গ প্রাণ ব্যাপ্তি লাভ করেছে দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে।

প্রথম অধ্যায়: **নগর-দর্পণে দাম্পত্য**

অ্যালার্ম ক্লকের বিরক্তিকর সুর, রিকশার ভেঁপু বা পেপারওয়ালার সাইকেলের ঘন্টিতে যাদের ঘুমের রেশ কাটে, তারপর শরীরের যন্ত্রগুলোকে কোনোরকমে খাবার দিয়ে পুষ্ট করে যান্ত্রিক জীবনে আত্মসমর্পণ করা যাদের দৈনন্দিন অভ্যেস, জীবনের মূল সুর-হারানো সেই সব যন্ত্রমানুষগুলোর মনের প্রতিটা বাঁকের খোঁজ রয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে। বেঁচে থাকার যে প্রাথমিক সুরটুকু প্রতিটা মানুষকে একসঙ্গে গেঁথে রাখে, যে সুর আমাদের প্রাণের সুর, সেই সুরটাই যদি হারিয়ে যায় তবে তো সেই সুরহীন জান্তব জীবনে আর সাধর্ম থাকে না, মিলনের সুর ধ্বনিত হয় না। তখন নিজ-নিজ স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠার খেলায় নেমে শুরু হয় প্রতিযোগিতা, একে অপরের থেকে এগিয়ে যাওয়ার বিষমন্ত্র-চর্চা। প্রতিযোগিতামূলক আচরণের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হিসেবে মানুষ আক্রান্ত হয় মানসিক চাপ, উদ্‌বেগ, হতাশা ইত্যাদি নেতিবাচক আবেগ-অনুভূতির দ্বারা। এরপর শুরু হয় আত্মমর্যাদার ক্ষয়, সৃজনশীলতা হ্রাস, সর্বোপরি একাকিত্ববোধ এবং অস্তিত্বের সংকট। তখন নিষ্প্রাণ যন্ত্রের বিকাশকেই মনে হয় সভ্যতার বিকাশ, সভ্যতার অগ্রগতি। কিন্তু যন্ত্র-সভ্যতার প্রবল প্রতাপে ক্ষয়ীভূত প্রাণের সহজ সুর, আবেগ-অনুভূতির বিলুপ্তিই যে সভ্যতার সংকট, সে কথা সহজে ঠাওর হয় না। যন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিপুল আগ্রাসনের মাঝে উৎপাদনযোগ্য সমস্ত ব্যবস্থার মতো সামাজিক ব্যবস্থাকেও যান্ত্রিক রূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে সমাজের অন্যান্য শোষক ও শোষিত শ্রেণির মতো নারী এবং পুরুষকেও দুটো আলাদা শ্রেণিতে পরিণত করার চেষ্টা চলেছে। নারী এবং পুরুষের মধ্যে উৎপাদন-ব্যবস্থার সমান অংশীদার হিসেবে যে স্নেহ-প্রেম,

সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত, তার পরিবর্তে উৎপাদন-ব্যবস্থায় পুরুষের অগ্রাধিকার জারি করা হয়েছে। আসলে নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে যৌথ পরিবার হিসেবে সমাজ-ব্যবস্থায় যোগদান করলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় দ্বিগুণ উন্নতি হয় ঠিকই, কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের শাসকগোষ্ঠী শ্রমিকের ক্ষমতাকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে ভয় পায়। জনগণের মিলিত শক্তি বরাবরই শাসকগোষ্ঠীর ভয়ের কারণ। তাই সর্বশক্তিমান শাসকশ্রেণি নিজেদের ক্ষমতা অটুটভাবে ধরে রাখতে যেমন বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে জাত-ধর্ম এবং অর্থনৈতিক কারণে পরিকল্পিত ভেদাভেদ তৈরি করে, তেমনই নারী-পুরুষের সমমনস্কতা এবং বন্ধুত্বে ভাঙন ধরানোর ইন্ধন যোগায়। ষড়যন্ত্র করে নারীকে সামাজিক কাজকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে পুরুষকে সরাসরি অর্থ রোজগারের অধিকারী হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়। অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়ন যত জোরালো হয় নারীর ওপর পুরুষের অধিকার তত প্রবল হতে থাকে এবং নারী পরিণত হয় পণ্য-সভ্যতার ভোগ্যবস্তুতে। শিল্পবিপ্লবের পর নারী-পুরুষের সম্পর্ক আরও জটিল রূপ পরিগ্রহ করে। এই সময় গ্রাম এবং মফঃস্বল থেকে যৌথ পরিবার ছেড়ে পুরুষের দল শহরে আসতে থাকে কলকারখানায় যোগ দেওয়ার জন্য। পুরোনো বন্ধনের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে তারা একরকম বাধ্য হয়েই শহরে নতুন দম্পতিকেন্দ্রিক অণু-পরিবারে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। এই পারিবারিক আদর্শ বদলে যাওয়ার পরবর্তী ইতিহাস তুলে ধরেছেন দিব্যেন্দু পালিত তাঁর কথাসাহিত্যে। অণু-পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যেমন বেড়েছে, তেমনই অধিকারবোধও প্রবল বেগে বেড়েছে। আর অধিকারবোধের আগ্রাসন যত প্রবল হতে থাকে, ভালোবাসার স্থান তত ক্ষীণ হতে হতে একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। অধিকারবোধ এবং ভালোবাসার টানাপোড়েনের মাঝে রয়েছে আরও বিচিত্র আর্থ-সামাজিক প্রলোভন। ভাড়া বাড়ি বা কলোনি ছেড়ে ফ্ল্যাটে উঠে আরও একান্ত হওয়ার

লোভ, বাড়তি রোজগারের লোভ ইত্যাদি। তাছাড়া স্বাধীনতা-পরবর্তী মোহভঙ্গের কালে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়, তার ফলে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও একপ্রকার বাধ্য হয়েই রোজগারের আশায় চাকরি করতে শুরু করেন। একান্ত আপন হিসেবে চিনে আসা চশমা, জুতো ইত্যাদির মতো 'ঘরের বউ'-এর প্রতি স্বামীরূপী পুরুষদের যে প্রবল অধিকারবোধ, তা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে স্ত্রীর আর্থিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করে। কখনো কখনো সেই আন্দোলন প্রকাশ্যে মারধোর, গালিগালাজের আকারে নির্গত হয়, আবার কখনও অর্থের অভাবজনিত কারণে নিরুপায় হয়ে তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়ে গুমরে গুমরে মরে। অন্যদিকে মহিলারাও তো পিতৃতান্ত্রিক সমাজেরই অঙ্গ। তারাও তাদের আবাল্যলালিত সংস্কারবোধ থেকে জেনে এসেছে যে পরিবারের মালিক হবে একজন পুরুষ, কখনও পিতারূপে, কখনও স্বামীরূপে। সুতরাং পারিবারিক কর্মচারী হিসেবে মালিককে সন্তুষ্টি প্রদান করাই তো তার প্রধান কাজ। সেই চিরাচরিত কাজটি ছেড়ে অর্থ উপার্জনের জন্য নতুন কাজ শুরু করার বিষয়টি অনেক সময় তাদের নিজেদের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। আকস্মিকভাবে লাভ করা আর্থিক স্বাধীনতা বহু ক্ষেত্রেই তাদের মানসিকভাবে স্বাধীন করে তুলতে পারেনি। ফলে মহিলাদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে সুতীব্র সংকোচ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। ফাটল-ধরা দুটি মনের যৌথ নির্মাণ হিসেবে দাম্পত্য সম্পর্ককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন দিব্যেন্দু পালিত।

১

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর কথাসাহিত্যে এমন একটা সময়কে ধরছেন, যখন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, বিভ্রান্ত মানুষ একে অপরকে আর বিশ্বাস করতে পারে না, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা উজাড় করে দিতে পারে না। যেখানে মানুষ মানুষকে প্রতি মুহূর্তে সন্দেহ করে চলে,

এমনকি নিজের সম্পর্কেও সন্দিগ্ধ থাকে, সেখানে দাম্পত্য সম্পর্ক কলুষমুক্ত অমৃতভাণ্ড হয়ে থাকবে, এমনটা আশা করাই ভুল। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ এবং সভ্যতার আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্যের নগর-যাপনের আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করেছেন দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে। দিব্যেন্দু পালিত যখন লিখছেন তখনও যন্ত্রের আগ্রাসন মুঠোফোনের রূপ পরিগ্রহ করেনি, কম্পিউটার আবিষ্কার হলেও ভারতবর্ষ তখনও তার দাপট দেখেনি। তবু আশি-নব্বইয়ের দশকে ল্যান্ডফোন, টাইপ মেশিন, বেতার, টিভি মধ্যবিত্ত মনে কীভাবে ছেয়ে যাচ্ছে, শহরের বুকে বনেদি বাড়ির উঁচু নাক ঘষে উঠে দাঁড়াচ্ছে গর্বিত বহুতল ফ্ল্যাট, সাইকেল, ট্রাম, বাসের সস্তা-সুলভ আরাম ফেলে দৈনন্দিন আভিজাত্যের মাপকাঠি হয়ে উঠছে চারচাকা বা কমপক্ষে দুপেয়ে মোটর, তার একটা নিখুঁত চালচিত্র উঠে আসে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে। বলা চলে এখনকার মোবাইল এবং সোশাল মিডিয়ার যুগের প্রস্তুতিপর্বটিকে অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে পাঠকের সামনে পেশ করেছেন তিনি।

সব মধ্যবিত্তেরই আজন্মলালিত শখ থাকে নিজের বাড়ির মালিক হওয়ার। একান্ত আপন একটি বাড়ির, যেখানে ইচ্ছেমতো গা-হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যাবে, বাড়িওয়ালার হুমকি থাকবে না, যখন যা খুশি করা যাবে। কিন্তু একফালি ঘর পাওয়ার আশায় পৃথিবীসুদ্ধ লোকজন, বিশেষত মধ্যবিত্তেরা যে ফ্ল্যাট জোটাতে প্রাণপাত করে ফেলছে, তাকে কি আদৌ বাড়ি বলা যায়? ফ্ল্যাট বা মাল্টিস্টোরেডও তো একপ্রকার বারো ভূতের সংসার, নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতে গেলেও পেরিয়ে আসতে হয় বারোয়ারি উঠোন, বারোয়ারি সিঁড়ি, নিজস্ব বলতে কেবলই নিজের চারপাশের দেওয়ালটুকু। আপন বলতেও চারপাশে যাঁরা থাকেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা রক্তের সম্পর্কবিহীন, নিতান্ত অপরিচিত। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত উপন্যাস *ঘরবাড়ি* আবাসনকে ঘিরে তৈরি হওয়া প্রথম যুগের

মোহভঙ্গের উপন্যাস। নববিবাহিত দম্পতি জয়া এবং হিমাদ্রির ছিল সাদামাটা যৌথ পরিবার কীভাবে পণ্য-সভ্যতার টোপ গিলে জালে আবদ্ধ মাছের মতো করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়, তা দিব্যেন্দু পালিত নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। এই বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা মূল গবেষণা-কর্মে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে।

২

ঘরবাড়ি উপন্যাসের জয়ার ঠিক বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে *সিনেমায় যেমন হয়* (১৯৯০) উপন্যাসের গার্গী। গার্গী টাকার মর্ম বোঝে কিন্তু সে টাকা তার স্বামী দীপঙ্করের টাকা নয়। সে বোঝে তার নিজের উপার্জিত অর্থের মূল্য, যা তাকে এনে দেয় আত্মবিশ্বাস, জীবনের পথে হেঁটে চলার পায়ের জোর, সম্মান এবং স্বাতন্ত্র্যের বোধ। গার্গীর আত্মসম্মান ও স্বাতন্ত্র্যবোধ তাকে এবং তার দাম্পত্যকে কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, সেইটিই এখানে আলোচ্য বিষয়।

৩

অস্বস্তি আর চূড়ান্ত অসহায়তা, হতাশা মাখানো এক গভীর বিষণ্ণতা *সেকেন্ড হানিমুন* (১৯৯৬) উপন্যাসের মূল সুর। সুপর্ণা আর শিলাজিৎ এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। তাদের প্রায় ভঙ্গুর দাম্পত্য সম্পর্ককে ঘিরে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আশেপাশের পরিচিত শব্দগুলো ঝিমিয়ে পড়ে, রাতের অন্ধকারে গুম হয়ে যায়, তেমনি প্রতিনিয়ত ঝগড়াঝাটি, মারপিট, বিষাক্ত পরিবেশের অপরিচ্ছন্ন-অন্ধকার ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে দাম্পত্যের পরিচিত নির্ভরশীলতাকে, পরিচিত আদর–যত্নগুলোকে। তখন অচেনা গতির নৈঃশব্দ্য এমনভাবে ঘনিয়ে ওঠে যে নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ, হৃৎপিণ্ডের শব্দ, চোখের অন্তঃস্থলে শুকিয়ে যাওয়া অভিমানের শব্দ দাম্পত্যের সাধারণ মায়ায় গড়া

আটপৌরে শব্দের মাধুর্যকে ছাপিয়ে যায়। বুকের মধ্যে খাঁ-খাঁ করে ওঠে কেবলমাত্র শূন্যতার শব্দ। এই শূন্যগর্ভ দাম্পত্যের এলোমেলো যাত্রাপথটি নিয়েই এখানে চর্চা করা হয়েছে।

৪

অসীম ব্যানার্জী এবং জিনার একঘেয়ে, নিরুত্তাপ, নীরস, শুষ্ক আট-ন বছরের দাম্পত্য জীবনের ছবি ধরা পড়ে *অবৈধ* (১৯৮৯) উপন্যাসে। জিনা অসীমের সমাজকর্তৃক মান্যতা পাওয়া 'বৈধ' স্ত্রী। বৈধ নিয়মেই অসীম জিনার ভাত, কাপড়, বাসস্থান এবং অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছে। অর্থ দিয়ে ক্রয় করা যায় এরকম কোনোকিছুর অভাব জিনার নেই। কিন্তু জিনা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। জিনা ব্যানার্জী আত্মবিশ্বাসী, নিজের রূপ সম্পর্কে, নিজের অবস্থান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তার একটা নিজস্ব স্বর আছে, ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য রয়েছে। কিন্তু সে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী নয়। তাই কোথাও যেন দাম্পত্যের প্রতি চূড়ান্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করে পার্থর সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েও স্বামীর সবরকম চিহ্ন, সামাজিক বৈধতার টান সে ছিন্ন করে দিতে পারেনি। পিতৃতান্ত্রিকতার বেড়াজালও সে শেষপর্যন্ত ছিন্ন করে উঠতে পারেনি। অসীমের থেকে নিষ্কৃতি পেতে গিয়ে জিনা পার্থর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অসীম ব্যানার্জীর 'প্রপার্টি' থেকে পার্থ মজুমদারের 'প্রপার্টি' হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিনা পিতৃতান্ত্রিকতা-মুক্ত হতে পারেনি, আবার পিতৃতান্ত্রিকতাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণও করতে পারেনি। এই টানাপোড়েনের মাঝে পড়া জিনার এবং তার দাম্পত্যের জটিল পরিক্রমা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

৫

আড়াল (১৯৮৬) উপন্যাস জুড়ে রয়েছে রুচি আর সোমেন ব্যানার্জীর দাম্পত্য-সম্পর্কের টানাপোড়েন। চব্বিশ বছর ধরে রুচি একটাই পরিচয় বহন করেছে, সে সোমেনের স্ত্রী। পরবর্তীকালে পরিচয়পত্রে নতুনত্ব এসেছে শ্রীময়ী এবং কৌশিকের মা হিসেবে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এসে একটি আকস্মিক ঘটনার জেরে তার স্ত্রীসত্তা এবং মাতৃসত্তার মধ্যে ঢুকে পড়ে অন্য আরেকরকম অনুভূতি। সে নতুন করে নিজেকে চিনতে শুরু করে। নিজেকে, নিজের চাহিদাগুলোকে এতদিন ধরে রুচি 'আড়াল' করে এসেছে সমাজের কাছে, এমনকি নিজের কাছেও। সোমেনের বন্ধু দীপঙ্করের হঠাৎ শারীরিক স্পর্শ রুচির আড়ালকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। গতানুগতিকতার স্বাচ্ছন্দ্য মেখে সবকিছু মেনে নিয়ে নিজেকে আপাত স্বাধীন মনে করে, স্বামী–সন্তানের অধিকারবোধকে যথেচ্ছ প্রশ্রয় দিয়ে রুচি মনে করেছিল এর নামই তো ভালোবাসা। এই বানিয়ে তোলা ভালোবাসার আশ্রয় টলে ওঠার পরও রুচি কীভাবে, কেন নতুন আড়াল সংযোজন করে দাম্পত্যকে এগিয়ে নিয়ে গেল, সেটাই এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: **নগর, নারী ও স্বাবলম্বন**

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে প্রায়শই দেখা যায় প্রায় একই সামাজিক অবস্থানের অধিকারী কয়েকজন যুবতীকে। এরা প্রত্যেকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একার জীবন বেছে নিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ একাকিত্বের বেড়াজাল মুক্ত করার আশায়, আবায় কেউ স্বেচ্ছায় নিজের তাগিদে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। মোটামুটি পাঁচের দশক থেকে একুশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত এই পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে অবিবাহিত, বিবাহ-বিচ্ছিন্ন, বিধবা বেশ কিছু যুবতীর বিচিত্র জীবনযাত্রার দরদী আখ্যান এই উপন্যাসগুলিতে উঠে এসেছে। তাদের বুঝতে গেলে আগে নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে কিছু প্রাথমিক কথাবার্তা বলে নেওয়া প্রয়োজন। একটা সময় পর্যন্ত নিজের সামাজিক অবস্থান নিয়ে ভাবার বা প্রশ্ন তোলার অধিকার নারীর ছিল না। নারীর দাসত্ব শুরু হয়েছে দাস-প্রথারও আগে। নারীকে পুরুষের বশবর্তী হয়ে থাকতে বলা হয়েছে সভ্যতার গোড়া থেকেই। বাইবেলের পূর্ব ভাগে বর্ণিত দশটি বিধান প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের স্বার্থেই কারণ দশম বিধানে নারীদের দাসদাসী এবং গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে সহাবস্থানে রাখা হয়েছে। তবে তারও আগে আদিম সমাজে নারীদের অবস্থান ছিল অন্যরকম। আসলে আদিম সমাজে মানুষের সংখ্যাই ছিল গোষ্ঠীর শক্তির মাপকাঠি। সম্পত্তির মালিকানার উদ্ভব তখনও ঘটেনি এবং ঠিক এই কারণেই সমাজ একরকম মাতৃতান্ত্রিক সাম্যবাদী অবস্থায় ছিল। মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক মর্গান দেখিয়েছেন, গোত্র প্রথায় মাতৃতান্ত্রিকতাই ছিল মূল। এই ধরনের ব্যবস্থায় একটি গোষ্ঠীর মেয়েরা অন্য গোষ্ঠী থেকে পুরুষ বিয়ে করে আনত। সেই পুরুষ যদি কার্যক্ষেত্রে যথাযথ সক্ষমতা দেখাতে ব্যর্থ হতো, তাহলে সে ছেলেপুলের বাপই হোক, আর যাই হোক তাকে

লোটা-কম্বল গুটিয়ে নিজের গোষ্ঠীতে ফিরে যেতে হতো অথবা অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাতাতে হতো। সব গোষ্ঠীতেই মেয়েদের ক্ষমতা বেশি ছিল এবং সন্তান জন্মালে সে মায়ের পরিচয়েই বড়ো হতো। এরপর হাতিয়ার আবিষ্কার হল এবং হাতিয়ার তৈরি করাটাই গোষ্ঠীর শক্তির মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াল। তারপর পশুপালন শুরু হওয়ার পাশাপাশি নিছক জীবনধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বাড়তি জিনিস মানুষ প্রকৃতি থেকে উৎপাদন করা শুরু করল। এই অতিরিক্ত উৎপাদন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিনিময় প্রথার জন্ম দেয় আর সেই সূত্রেই উদ্ভব হয় ব্যক্তি-মালিকানার। সেখানেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় এতদিনকার মাতৃতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা। নারীকে বন্দী করা আর ব্যক্তি-মালিকানার বিকাশ প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে। এই মাতৃতান্ত্রিক সাম্যবাদী কাঠামোর ভাঙন আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক মালিকানার মধ্যে দিয়ে উত্থান হয় পরিবার-প্রথার, শোষক ও শোষিত এই দুটি আলাদা শ্রেণির এবং শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের। এইসব পরিবারগুলির মালিক হল পুরুষ এবং নারী হয়ে গেল দাসী। এতদিনকার সামাজিক অধিকার হারিয়ে গৃহদাসী হিসেবে নারীর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল মালিকের সন্তান-উৎপাদন এবং তার প্রতিপালন।[১] 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনম্'—মনুসংহিতার এই কথাটুকু এই নিয়মেরই ফলাফল। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের মালিকানায় পুরুষেরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আর নারীরা এইসব শ্রমিকদের খাদ্য, বস্ত্র, বিশ্রামের যথাযথ যোগান দেয় এবং তাদের সন্তান-প্রতিপালন করে ভবিষ্যতের শ্রমশক্তিকে লালন করে। অর্থাৎ, বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায়, নারী 'শ্রমিকের শ্রমিক' হিসেবে শ্রেণি-বৈষম্যের সবচেয়ে নিচু স্তরে অবস্থান করে। এইরকম সমাজ-ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে যদি শিক্ষার জোরে ঘরের বাইরে বেরিয়ে ছেলেদের পাশাপাশি কাজে-কর্মে সামিল হয়েও পড়ে, স্বাধীন-স্বাবলম্বীর তকমা গায়ে এঁটেও ফেলে, তবু যাবতীয় পরাধীনতা-মুক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত মানসিকভাবে

কতখানি স্ব-অধীন হতে পারে তাই নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। দিব্যেন্দু পালিতের কয়েকটি মর্মস্পর্শী উপন্যাস নির্বাচন করে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। উপন্যাসগুলি নিম্নরূপ—

- *প্রণয়চিহ্ন* (১৯৭১)
- *অনুভব* (১৯৮৪)
- *মধ্যরাত* (১৯৬৭)
- *স্বপ্নের ভিতর* (১৯৮৮)
- *সংঘাত* (১৯৯২)

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ অত্যন্ত সচেতনভাবে মেয়েদেরকে বৌদ্ধিক চর্চার দিক থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যার মূল কারণ ক্ষমতার রাজনীতি। আলোচ্য উপন্যাসের মুখ্য মহিলা চরিত্রগুলি কীভাবে এই রাজনীতির শিকার হয়েছে, আদৌ তারা এই রাজনীতিকে অস্বীকার করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পেরেছে নাকি এই রাজনীতির পাকেচক্রে জড়িয়ে নিষ্ফল জীবনের সাধনা করে গেছে, সেটাই এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: **নগরজীবনে নিঃসঙ্গ-বিভ্রান্ত পুরুষ**

ছাঁটাই-শ্রমিকের দল, তাদের অসহায়, বেকার, নিরন্ন-জীবন সচরাচর কর্তৃপক্ষের রোদ-ঝলসানো চোখের সামনে এবং তাদের ব্যবসায়িক কুনীতির ধারে কুপকাত হয়। মিছিল, প্রতিরোধ, অনশন বা অন্তরের আগুন-চাপা করুণ প্রার্থনা এইসব ধনকুবের মহারথীদের সামনে ধোপে টেকে না। লক-আউট হওয়া কারখানার সামনে দুর্বল ছাউনি বিছিয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে থাকা মানুষগুলোর সাধ্য আসলে কতদূর, তা তাদের মালিকদের আগে থেকেই জানা। শ্রমিক–মালিক যুদ্ধে দাবার চালে বরাবর জিতে যাওয়া মালিক শ্রেণির জীবন আসলে কীরকম? তারা কী জিতে যাওয়ার অভিমান নিয়ে সুখ–মসৃণ পুরু গদিতে শান্তির রাত-যাপন করতে পারে নাকি বারবার জিততে চাওয়ার গুরুভার, ভূত-চাপার মতো তাদের কাঁধে চেপে বসে জীবন ছারখার করে দেয়, তার নিখুঁত চালচিত্র উঠে এসেছে দিব্যেন্দু পালিতের বিবিধ উপন্যাসে। দিব্যেন্দু পালিত নিজে দীর্ঘ দিন বিজ্ঞাপন জগতে কাজ করেছেন। প্রথমে অ্যাডার্টস্ অ্যাডভার্টাইজিং এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে ক্ল্যারিয়ন–ম্যাকান, আনন্দবাজার এবং দ্য স্টেট্স্ম্যান সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কর্পোরেট জগৎ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় *সম্পর্ক* (১৯৭২), *বিনিদ্র* (১৯৭৬), *ঢেউ* (১৯৮৭) –এর মতো উপন্যাসগুলিতে। বিজ্ঞাপনের জগৎকে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাস দিব্যেন্দু পালিতের হাত ধরেই প্রথম বাংলা সাহিত্যের জগতে পদার্পণ করে। উচ্চবিত্তদের নিয়ে বিপুল কৌতূহল অধস্তন দুই শ্রেণিরই, যার নমুনা হিসেবে তুলে ধরা যায় বিভিন্ন শ্রেণির টিভি চ্যানেল নির্বাচনকে। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের মধ্যে টিভি সিরিয়ালে মুখ গুঁজে বসে থাকার প্রবণতা যত বেশি, উচ্চবিত্তদের ততটা নয়। কারণ

সিরিয়াল সাধারণত তুলে ধরে উচ্চবিত্ত পরিবারের কূটকচালকে। তার মধ্যে যদি দেখানো হয় কোনও নিম্নবিত্ত গ্রামের ছেলে বা মেয়ের কাছে উচ্চবিত্তের নাকানি-চোবানি খাওয়ার গল্প তবে টি. আর. পি হুড়হুড় করে বেড়ে যায়। কারণ সিরিয়াল রূপকথার মতো নিম্নবিত্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণের গল্প বলে, উচ্চবিত্তদের ব্যক্তি-জীবন কীরকম হয় সেই নিয়ে নিম্নবিত্তের কৌতূহল নিরসন করে। তবে এক্ষেত্রে উচ্চবিত্তের জীবন কতোটা দেখানো হবে, তা নির্ধারণ করে উচ্চবিত্তেরাই। তাই এই দেখানোর অধিকাংশটাই ফাঁকি। একটা মেকি বাস্তবের গল্প দিয়ে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের বুঁদ করে রেখে নিজেদের পকেট ভর্তি করার গূঢ় কৌশল। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস পাঠকদের এইসব মেকি গালগল্প বলে না। তা কঠোর, বাস্তব। একটানা বৃষ্টি পড়ার মতো ঘ্যানঘ্যানে, অসহনীয়, মাথায় চেপে বসা দীর্ঘকালীন নাছোড়বান্দা বিষাদময়তা এই উপন্যাসগুলির মূল সুর। হাজার-হাজার ফুট বিস্তৃত শব্দ-নিরোধক ঘরে ছিমছাম কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিরাবেগ-শূন্যতা, একাকিত্ব বিচ্ছিন্নতাবোধকে ঘনীভূত করে। এ জগতের সর্বময় কর্তাদের শরীর জুড়ে আরাম কিন্তু মাথা জুড়ে বিশৃঙ্খলা। এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, উচ্চবিত্ত জীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধ গাঢ়তর। কারণ উচ্চবিত্ত জীবনে সমষ্টির কোনও জায়গা নেই। এখানে সবাই একক, সর্বময় কর্তা হওয়ার দৌড়ে নেমেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমে দুটি উপন্যাসকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করা হয়েছে—

- *সম্পর্ক* (১৯৭২)
- *বিনিদ্র* (১৯৭৬)

দিব্যেন্দু পালিতের বেশ কিছু উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রে রয়েছে নাগরিক যুবকেরা। মূলত পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশকের মধ্যেকার জীবন সম্পর্কে হতাশ, বিরক্ত, নিরাশ,

যৌবনোচিত চাঞ্চল্য ও উদ্দামতাবিহীন আত্মমগ্ন যুবকের দল কীভাবে লেখকের কলমে ধরা দিয়েছে, সেইটেই এখানে আলোচ্য বিষয়। এই সময়ের নিরন্তর রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনাপ্রবাহে ক্ষত-বিক্ষত নাগরিক বাঙালির নিদারুণভাবে মানসিক ব্যবচ্ছেদ ঘটেছিল। বাহ্যিক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা না থাকলেও বাহ্যিক ও অন্তর্জগতের টানাপোড়েনের সকরুণ আখ্যান অদ্ভুত, নিরাসক্ত-ভঙ্গিতে উপন্যাস জুড়ে ছেয়ে রয়েছে। তাই উপন্যাসগুলিকে বুঝতে হলে, উপন্যাসের মানুষগুলোর চরিত্রধর্মকে অনুভব করতে গেলে সমসাময়িক উত্তপ্ত রাজনৈতিক-সামাজিক দাবদাহের আঁচ অনুভব করতে হবে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির আঁচ গায়ে মাখিয়ে আরও তিনটি উপন্যাস নিয়ে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপ—

- *ভেবেছিলাম* (১৯৬৪)
- *আমরা* (১৯৭৩)
- *ঢেউ* (১৯৮৭)

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এবং পরিবেশ পুরুষদের যেভাবে শক্তিধর, সাহসী, ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্বের আদর্শ মডেলের ছাঁচে গড়ে-পিটে নিতে চায়, সেই সামাজিক প্রকল্পটির মূলেই রয়েছে ভ্রান্তি। নারী-পুরুষের সমাজে নারীকে যদি আলাদা করে প্রতিটি ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে বাদ বাকি যে-কজন মানুষ পড়ে থাকে, তারা যে পুরুষ বা পুরুষের দেহবিশিষ্ট সে কথা আর বলে দেওয়ার দরকার পড়ে না। মানুষকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত না করে নারী এবং পুরুষ হিসেবে চিহ্নিতকরণ এবং তারপর তাদের পৃথক-পৃথক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া, সেখান থেকেই বিচ্ছিন্নতার শুরু। বাহ্যত বা দেহজ বিষয়ের দিক থেকে সাধারণভাবে নারী-পুরুষ আলাদা, এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই

বহিরাবরণের সূত্র ধরে অন্তরের গুণাবলীর পৃথক বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করে দেওয়ার এই প্রকল্পই কীভাবে তৈরি করে অন্তরের শূন্যতা এবং একাকিত্ব, সেই দিকটিই উক্ত পাঁচটি উপন্যাসের সূত্র ধরে তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়: **দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অভিঘাত**

চাকরির খোঁজে ভাগলপুরের মফঃস্বল থেকে আসা দিব্যেন্দু পালিত অল্প বয়সেই হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলেন বাস্তব জীবনে আসলে, টাকায় মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর। কলকাতা তাঁকে মোটেই উষ্ণ আমন্ত্রণ করেনি, বরঞ্চ ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিব্যেন্দু চিনেছিলেন শহুরে জীবনের অলিগলি। গ্রাম থেকে শহরে আসা এই মানুষগুলো, যারা আসলে অন্তঃকরণে মধ্যবিত্ত, তাদের তিনি চিনেছিলেন ভীষণ নিবিড়ভাবে, নিজের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিসমেত। এরাই তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্র। জীবনের প্রতিটা ভাঁজ খুলে খুলে তিনি দেখিয়েছেন, এরা কীভাবে গ্রামীণ কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পুঁজিবাদী শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার শিকার হয়ে যাচ্ছে এবং শেষপর্যন্ত টাকা লোটার দৌড়ে কেউ-কেউ সফল হচ্ছে, আর্থিক স্বাচ্ছল্য, সামাজিক নিরাপত্তার জায়গাটা সুরক্ষিত করে জাতে উঠছে, কেউ-কেউ খেলায় হেরে গিয়ে নিম্নবিত্ত তকমা নিয়ে শহরের জনস্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে, কেউ-কেউ দীর্ঘকাল একই অবস্থানে থেকে মধ্যবিত্তসুলভ হতাশায় ডুবে মরছে। বিত্ত, সাদা কথায় টাকা কীভাবে হয়ে উঠছে মুখ্য নিয়ন্ত্রণকর্তা, সেটাই তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন লেখায়। বিপুল বাকসংযম এবং নিচু গলায় বলা কয়েকটি গল্প নিয়েই সেই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। সেই সূত্রে মধ্যবিত্ত-মননের উৎপত্তিস্থল এই কলকাতা শহরের ইতিহাস নিয়ে প্রাথমিক বার্তালাপ করে প্রসঙ্গটির ভূমিকা রচনা করা হয়েছে, যে ইতিহাস প্রমাণ করে কলকাতার জন্ম হয়েছে সজাগ ব্যবসায়ীর মনোবৃত্তি থেকে। সুতরাং কলকাতার মানুষগুলোর চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই মনোবৃত্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

'colonial hangover' –এ জর্জরিত নগরবাসীদের একাকিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতাকে উপস্থাপিত করার সূত্রে এই অধ্যায়ে ২৩ টি গল্প নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। গল্পগুলি নিম্নরূপ—

- 'ছন্দ-পতন' (১৩৬১)
- 'মায়াতরু' (১৩৬৪)
- 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি' (১৩৬৫)
- 'পলাতকা' (১৯৬৪)
- 'অপমান' (১৩৭৪)
- 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ' (১৩৭৪)
- 'চিঠি' (১৩৭৫)
- 'চশমা' (১৩৭৮)
- 'চাবি' (১৩৭৯)
- 'টিভি' (১৩৮২)
- 'সীমানা' (১৩৮৩)
- 'খেলা' (১৩৮৪)
- 'বাবা' (১৩৯১)
- 'সিঁড়ি' (১৩৮৬)
- 'আবির্ভাব' (১৩৮৯)
- 'জাতীয় পতাকা' (১৩৯২)
- 'লোকসভা বিধানসভা' (১৩৯৮)
- 'ওষুধ' (১৩৯৭)

- ‘সোনার ঘড়ি’ (১৩৯৪)
- ‘পেট’ (১৩৯৫)
- ‘মাছ’ (১৩৬৪)
- ‘তিনকড়ির মা ও বোন’ (১৩৭৪)
- ‘ধর্ষণের পরে’ (১৪০৫)

গল্প মানে শুধুই বানানো কিছু গাঁজাখুরি, মনোরঞ্জনকারী সংরূপ নয়, গল্প হতে পারে জীবনের অমোঘ সত্য-দর্শনের, নিজেদের স্বরূপ-দর্শনের নিখুঁত কাহিনি। সেই ভাবনার দায়ভার বহন করেছেন গল্পকার দিব্যেন্দু পালিত। কলকাতার নাগরিক হিসেবে তিনি এই নগরের এবং নাগরিকদের অখণ্ড সত্যকে সাহিত্যে পেশ করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়: **নাগরিক নিঃসঙ্গতার কণ্ঠস্বর**

নগর জীবনের বাহ্যিক এবং অন্তর্গত বিবিধ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যের ভাষা। কেবল বিষয়ের দিক থেকে নয়, ভাষাগত দিক থেকেও তাঁর কথাসাহিত্যের চলন রীতিমতো নাগরিক। নগর জীবনের বহিরাঙ্গিক নির্মেদ রূঢ়তা, কাঠিন্য, তীক্ষ্ণতা, ধারালো অবস্থান বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর কলমে। বলা বাহুল্য, নগর বলতে বিশেষভাবে কলকাতা তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের একটি সাধারণ চরিত্র। তিলোত্তমার মোহময় রূপ এবং জটিল মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান সর্বাঙ্গীণভাবে ধরা দিয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের লেখনীতে। মুখ্যত বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছরের কলকাতার সামাজিক রূপ এবং কলকাতার সামাজিক প্রাণীগুলির জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি এঁকেছেন লেখক। রাজনৈতিক ঘটনা পরম্পরার প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গ কমই এসেছে তাঁর উপন্যাসে। *আমরা* (১৯৭৩), *উড়োচিঠি* (১৯৭৮), *সহযোদ্ধা* (১৯৮৪), *ঢেউ* (১৯৮৭), *গৃহবন্দী* (১৯৯১)-এর মতো কিছু উপন্যাসে লেখক সরাসরি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখক-মন যে সবসময়ই রাজনীতির জাঁতাকলে পড়া সমাজ-মনের জটিল অসহায়তাকে তুলে ধরতে ব্যগ্র সে কথা পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন। এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কেন্দ্রে অবস্থান করছে একাকিত্ব এবং তজ্জনিত ব্যর্থতার করুণ ইতিহাস। সেই ইতিহাসের সযত্ন উপস্থিতি রয়েছে দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যের বাঁকে-বাঁকে। কোন কোন বিশেষত্ব নিয়ে নাগরিক একাকিত্ব তাঁর সাহিত্যে বিদ্যমান, সেটা উদাহরণসহ তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

কলকাতা দিব্যেন্দু পালিতের অধিকাংশ উপন্যাসের মেরুদণ্ড নির্মাণ করেছে। শহর বলতে দিল্লি, মুম্বাই বা বেঙ্গালুরু নয়, বা বিদেশের অন্য কোনও শহর নয়, চির পরিচিত এই কলকাতা শহরই ফিরে-ফিরে আসে তাঁর আখ্যানে। সুতরাং বাংলা ভাষা এবং কলকাতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতির নাগরিক চর্চাই দিব্যেন্দু পালিতের রচনার প্রাণকেন্দ্র। গল্পের ঘনঘটার বিপুল আয়োজন করে পাঠক মজানো লেখা তিনি লিখতেন না। স্বভাবজ অন্তর্মুখিনতা তাঁকে বারবার টেনে নিয়ে গেছে নিত্তনৈমিত্তিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ, একঘেয়ে ঘটনাপ্রবাহকে নিবিড়ভাবে কাটাছেঁড়া করার দিকে। সেই কাজ করতে গিয়ে তিনি পৌঁছে গেছেন মানুষের মনের নিবিড়তম কোণায়, যেখানে একক মানুষের একাকিত্বের আঁধার-যাপন।

দিব্যেন্দু পালিতের গল্প, উপন্যাসের প্রতিটি গলি-ঘুঁজি তাঁর স্বভাবজ অন্তর্মুখীনতাটুকুর সাক্ষ্য বহন করে। সংসারের কিছু চিরন্তন সত্য, মানুষের অনুভূতিপ্রবণতা, মানসিক অশান্তি, দ্বন্দ্ব ও তজ্জনিত সুতীব্র দহন এবং শেষপর্যন্ত কখনও প্রবৃত্তির কাছে, কখনও আবেগের কাছে মানুষের করুণ পরাজয়ের গ্লানিরঞ্জিত রক্তাক্ত মনের অলিগলি এবং একাকিত্বের অসহায়তার পথে ভ্রমণ করেছেন লেখক। সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে দিব্যেন্দু পালিত বলেছিলেন—

> মনে পড়ে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বুদ্ধদেব বসু একবার কোনও এক প্রসঙ্গে আমায় বলেছিলেন যে, কল্পনাশক্তি, কাহিনিবয়নের ক্ষমতা, চরিত্র – নির্মাণ ও সংলাপ – রচনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে যে – কেউ একটু চেষ্টা করলেই লেখক হতে পারেন। তবে 'সাহিত্যিক' হতে গেলে দ্রষ্টা হতে হয়। কথাগুলি সেই থেকে আমার মননে গ্রথিত।[২]

বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত দিব্যেন্দু পালিত কোনোদিনই লেখক হতে চাননি, চেয়েছিলেন 'সাহিত্যিক' হতে। তাঁর লেখার ছত্রে-ছত্রে রয়েছে সেই সুরে ধ্বনিত

নিবিড় পর্যবেক্ষণ, মর্মস্থল থেকে তুলে আনা গভীর দর্শন। কলকাতা এবং তার নিভৃতচারী মননের জটিল ভাষা যে প্রতাপ নিয়ে দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যের ভাষায় উঠে এসেছে, তাতে তাঁর সাহিত্যকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত সময়কালের কলকাতা শহরের মনস্তাত্ত্বিক দলিল হিসেবে পড়া যেতেই পারে। নাগরিক একাকিত্বকে চিহ্নিত করবার জন্য দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যের মূলত ১৬ টি দিক নিয়ে এই অধ্যায়ে উদাহরণসহ আলোচনা করা হয়েছে—

- ভাবাবেগের সূক্ষ্মতা এবং মানসিক দ্বন্দ্বের অন্তর্লীন বর্ণনা।
- স্বগত চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ও স্বগতোক্তির ব্যবহার।
- শব্দ এবং নৈঃশব্দ্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার।
- বৃষ্টির অনুষঙ্গের পুনঃপ্রয়োগ।
- একাকিত্ব-প্রকাশক প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা।
- মুহুর্মুহু স্মৃতিবিধুরতার প্রকাশ।
- প্রসাধনহীন অন্তর্গত আলাপচারিতা এবং দীর্ঘ সংলাপের উপস্থিতি।
- পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা।
- গভীর আত্মানুভূতি এবং আত্মানুসন্ধান।
- পুনরাবৃত্তি।
- শূন্যতাবোধের প্রাধান্য।
- নির্ভার, নির্মেদ নাগরিক ভাষার ব্যবহার (প্রয়োজনানুযায়ী অনানুষ্ঠানিক ভাষার ব্যবহার)।
- নগরকেন্দ্রিক মৌখিক মিশ্র ভাষার ব্যবহার (code-switching)

- কলকাতার হৃদয়াবেগ তুলে ধরার সূত্রে সরাসরি কলকাতা শহরের অলিগলি, দ্রষ্টব্য স্থান, হোটেল, বাড়ি ইত্যাদির নামোল্লেখ।
- ঋতুপরিবর্তন অনুযায়ী কলকাতার ভাবোচ্ছ্বাসের গতি-প্রকৃতির পরিবর্তনের বিবিধ প্রকাশ।
- কলকাতা শহরের বহিরাঙ্গিক উৎসব-অনুষ্ঠান এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পরিবর্তে অন্তর্মুখীনতার ব্যাপ্তি।

কলকাতার রাস্তাঘাট, কলকাতার মন খারাপ, কলকাতার ঋতু-পরিবর্তন অনুযায়ী কলকাতার মানুষের মনের হদিশ যতটা গভীরভাবে দিব্যেন্দু পালিতের গল্পে-উপন্যাসে ধরা পড়েছে, সেই অনুপাতে কলকাতার উৎসব-অনুষ্ঠান, বা কলকাতার নিজস্ব সাংস্কৃতিক উদযাপনের কথা প্রায় আসেইনি। ঘটনা প্রসঙ্গে কলকাতার রাস্তায় চলে যাওয়া মিছিল, মিটিং, রাজনৈতিক আড্ডা, রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের আলাপচারিতা, মানসিক আন্দোলনের কথা এসেছে কিন্তু সরাসরি রাজনৈতিক ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা তাঁর লেখায় চোখে পড়ে না। দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্যে রাজনীতি অত্যন্ত গভীর থেকে নেপথ্যে অবস্থান করে চাপা গলায় ঘটনা ও চরিত্রদের নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতির উপস্থিতি এক্ষেত্রে অনেকটা 'রক্তকরবী'র (১৩৩১) রাজার মতো। অন্তরালে থেকে রাজনীতি চাপা স্বরে ধ্বনি তোলে, কিন্তু তার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ উপস্থিতি দেখা যায় না। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদেরও বাহ্যিক বর্ণনা রয়েছে কিন্তু তা কেবল অন্তরের অবস্থান দেখানোর তাড়নায়। দিব্যেন্দু পালিতের স্ত্রী শ্রীমতী কল্যাণী পালিতের কথার সূত্র ধরে বলা যায়, তাঁর স্বভাবজ অন্তর্মুখীনতার ব্যাপ্তি ঘটেছে তাঁর লেখার সর্বত্র। তিনি মানুষের বাহ্যিক রূপবৈচিত্র্য, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, আনন্দ-উৎসব ইত্যাদি তুলে ধরার চেয়ে মানুষের মনের গভীর, গূঢ় প্রদেশে কী চলছে, সেইটা দেখানোতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন।

ঘটনার তুলনায় ঘটনার প্রভাব তাঁর লেখায় অধিক গুরুত্ব পায়। তাই কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনার ঘনঘটা না দেখিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, সেইসব ঘটনার নিরিখে তাঁর চরিত্রদের মানসিক চলন, মানসিক গড়ন, তাদের মানসিক বিচ্ছিন্নতার কাহিনি।

পরিশেষ

সার্বিকভাবে বিচার করলে দিব্যেন্দু পালিত নিঃসন্দেহে মূলত কলকাতার কথাকার। কলকাতার প্রেক্ষাপটে এই অসংখ্য লেখালেখির পরও তাঁর গল্প-উপন্যাস আলাদা করে পড়তেই হয়। কারণ তাঁর কথাসাহিত্য কলকাতাকে দেখার, চেনার এবং জানার নতুন কিছু দিককে উন্মোচন করে। তাঁর পরে অবশ্য সেইসব দিকগুলিকে নিয়ে আরও অনেক সাহিত্যিক চর্চা হয়েছে। তবে দক্ষিণ কলকাতার এই ফিটফাট, চটপটে চেহারার অন্তরে যে গভীর কালিমার আস্তরণ রয়েছে, সেই কালিমালিপ্ত, কলুষময়, দীন অন্তরটিকে সাহিত্যের অঙ্গনে উন্মুক্ত করে পরিবেশন করবার প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব দিব্যেন্দু পালিতকেই দিতে হয়। তাঁর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী এবং মতি নন্দীও কলকাতার নাগরিকদের নিয়ে সাহিত্য-নির্মাণ করেছেন। তবে রমাপদর সাহিত্যকীর্তির বিষয় কেবল কলকাতাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা মফঃস্বল অঞ্চলেও যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছে। তাছাড়া রমাপদ মূলত মধ্যবিত্ত বাঙালিদের নিয়ে সাহিত্যানুশীলন করেছেন। দিব্যেন্দু পালিত নিজে জানিয়েছেন, কথাসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। এঁরা অনেকেই দিব্যেন্দুর গল্পের প্রথম পাঠক এবং প্রথম সমালোচকও বটে। এঁদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা, দ্বিধাহীন সুস্পষ্ট সমালোচনা, দুর্লভ স্নেহ এবং সৎ-নিরপেক্ষতা লাভ করে দিব্যেন্দু পালিত যারপরনাই আহ্লাদ প্রকাশ করেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। দিব্যেন্দু পালিত মুখ্য তিনরকম বিত্তের মানুষদের নিয়েই সাহিত্য নির্মাণ করেছেন। অন্যদিকে সন্তোষকুমার ঘোষ এবং মতি নন্দীর কথাসাহিত্যে উত্তর কলকাতার অলিগলি এবং

সেখানকার বাসিন্দাদের জীবনের যে বর্ণময় জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে, তা দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যে বিরল। তিনি কলকাতায় আসার পর দীর্ঘদিন বিপণন, বিজ্ঞাপন এবং জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে ক্ল্যারিয়ন ম্যাকান অ্যাডভার্টাইজিং, আনন্দবাজার সংস্থা এবং স্টেট্স্ম্যানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই যে জগৎটাকে তিনি দীর্ঘ সময় জুড়ে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, সেই জগৎটা সম্পর্কে বিশ্লেষণই তাঁর সাহিত্যে বেশি। দিব্যেন্দু পালিতের সাহিত্য-কর্মের অনন্যতার জায়গা প্রধানত ৮ টি—

- নবগঠিত নিউক্লিয়ার পরিবারের গল্প। শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ, জা, ভাসুর, ভাজ ও অন্যান্য পারিবারিক সদস্যের মন্তব্য বা অস্তিত্ব হয়তো টের পাওয়া যায়, তবে তাদের সরাসরি জোরালো উপস্থিতি নেহাতই কম।
- গ্রামাঞ্চলের প্রসঙ্গ নেই, মফঃস্বলের ক্ষীণ উপস্থিতি, মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক রচনা, তবে তার মধ্যেও মূলত দক্ষিণ কলকাতার প্রসার।
- বিজ্ঞাপনের জগৎকে প্রথম বাংলা সাহিত্যের দরবারে বিশদে নিজস্ব বিশেষণসহ হাজির করছেন।
- একেবারে নিম্নবিত্ত দম্পতির কথা উপন্যাসে প্রায় নেই। গল্পে রয়েছে তবে নিম্নবিত্ত দম্পতির একত্র উপস্থিতি নেই। তাদের বিচ্ছিন্নতার কাহিনি রয়েছে।
- অর্থ এবং অর্থের লালসাই যে বিচ্ছিন্নতার গোড়ার কারণ, সেটা দাম্পত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন।
- মহিলাদের প্রতি দিব্যেন্দু পালিতের দরদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলাদের মনের বিচার-বিশ্লেষণ করার বিরল ক্ষমতার অধিকারী তিনি।

কখনো কখনো তাঁর সাহিত্য-পাঠক হিসেবে মনে হতেই পারে, এ যেন পুরুষ নয়, কোনও মহিলার বিশ্লেষণ।

- শিক্ষিত কর্মরত মহিলাদের মেসবাড়িকে কেন্দ্র করে সম্ভবত তিনিই প্রথম বাংলা উপন্যাস লিখছেন, *মধ্যরাত* এবং *স্বপ্নের ভিতর*।
- দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তুতে, ভাষা-ব্যবহারে বৈচিত্র্য, সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই কম। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস তাঁর লেখার প্রাণ। তাছাড়া অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশের পরিবর্তে চরিত্রদের সম্পর্কে দীর্ঘ বিশ্লেষণ, চরিত্রদের অনুভূতি নিয়ে কাটাছেঁড়া করতেই তিনি অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন।

সুনিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং পরিমিত বাকসমৃদ্ধ নাগরিক মনের চোরাগলির গোপন সত্য তুলে ধরার নির্ভীক প্রয়াসের জন্য সমগ্র সাহিত্য জীবনকে নিবেদন করা, নিঃসন্দেহে পাঠকদের মুগ্ধ করে। তাছাড়া বিশ শতকের নিরাশাবাদী, হতাশ, শুভবোধ সম্পর্কে অবিশ্বাসী নাগরিক মনের যে দলিল নিরাভরণভাবে বাংলা সাহিত্যে পেশ করেছেন দিব্যেন্দু পালিত, তাতে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে কলকাতার নাগরিক মনের খোঁজ পেতে গেলে দিব্যেন্দু পালিতের কথাসাহিত্য অবশ্যপাঠ্য।

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর কথাসাহিত্যে যেসব চরিত্র নির্মাণ করেছেন, তাদের চরিত্র-ধর্মকে অনুধাবন করার জন্য আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম হ্যারল্ড মাসলোর (১৯০৮—১৯৭০) ‘Hierarchy of Needs’ (১৯৪৩-১৯৫৪) –এই তত্ত্বটির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই তত্ত্বটির মাধ্যমে মাসলো মানুষের (মূলত প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষ) বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক এবং মানসিক চাহিদার ক্রম নির্দেশ করেছেন।

সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন, এই চাহিদাগুলি কীভাবে ব্যক্তিকে বেঁচে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা অর্জন করে। মানুষের চাওয়ার কোনও শেষ নেই। মূলত পাঁচটি স্তরে বিন্যস্ত এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করার পর প্রয়োজনের ক্রমান্বয়তা, বর্ধিত চাহিদা এবং সন্তুষ্টির স্থায়িত্বের অভাব কীভাবে মানুষের মনে 'একাকিত্ব', 'নিঃসঙ্গতা', 'শূন্যতাবোধ' ইত্যাদির প্রসার ঘটায়, সেই বিষয়টি নিয়ে চর্চা করা হয়েছে সবশেষে। সমগ্র গবেষণার নিরিখে উঠে আসা প্রতিপাদ্য বিষয়টি তুলে ধরাই এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। সবশেষে বলা যায়, একবিংশ শতকের চব্বিশতম বছরে এ. আই. (Artificial Intelligence) প্রযুক্তির যে অত্যাধুনিক প্রাণহীন সৌন্দর্যের ফাঁপরের মাঝে পড়ে সভ্যতা যন্ত্র এবং যন্ত্রণার সুখ ভোগ করছে, সেই অত্যাধুনিকতার প্রস্তুতি-পর্বটির সাহিত্যিক রূপ নির্মাণ করেছেন দিব্যেন্দু পালিত।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থাবলি:

১। পালিত, দিব্যেন্দু। *অচেনা আবেগ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫

২। পালিত, দিব্যেন্দু। *অনুভব*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪

৩। পালিত, দিব্যেন্দু। *অনুসরণ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০

৪। পালিত, দিব্যেন্দু। *অমৃত হরিণ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭

৫। পালিত, দিব্যেন্দু। *আড়ালের আয়নায়*। কলকাতা: সৃষ্টি প্রকাশন, ২০০১

৬। পালিত, দিব্যেন্দু। *একদিন সারাদিন*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩

৭। পালিত, দিব্যেন্দু। *ওঠা কিংবা নামা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫

৮। পালিত, দিব্যেন্দু। *গল্পসমগ্র* ১। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭

৯। পালিত, দিব্যেন্দু। *গল্পসমগ্র* ২। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯

১০। পালিত, দিব্যেন্দু। *দশটি উপন্যাস ১*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯০

১১। পালিত, দিব্যেন্দু। *দশটি উপন্যাস ২*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০

১২। পালিত, দিব্যেন্দু। *দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭

১৩। পালিত, দিব্যেন্দু। *পুরুষ*। কলকাতা: বিকাশ গ্রন্থ ভবন, ১৯৯৪

১৪। পালিত, দিব্যেন্দু। *প্রথম পাঁচটি উপন্যাস*। কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৫

১৫। পালিত, দিব্যেন্দু। *বহুদূর অভিমান*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২

১৬। পালিত, দিব্যেন্দু। *ভোরের আড়াল*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩

১৭। পালিত, দিব্যেন্দু। *মাইন নদীর জল*। কলকাতা: প্রতিভাস, ১৯৮৮

১৮। পালিত, দিব্যেন্দু। *মাত্র কয়েকদিন*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮

১৯। পালিত, দিব্যেন্দু। *মৌনমুখর*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮

২০। পালিত, দিব্যেন্দু। *যখন বৃষ্টি*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯

২১। পালিত, দিব্যেন্দু। *সংঘাত*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯২

২২। পালিত, দিব্যেন্দু। *সেকেন্ড হানিমুন*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬

২৩। পালিত, দিব্যেন্দু। *স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৮

২৪। পালিত, দিব্যেন্দু। *স্মৃতির মতন কিছু*। কলকাতা: সৃষ্টি প্রকাশন, ২০০১

২৫। পালিত, দিব্যেন্দু। *হঠাৎ একদিন*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০

২৬। পালিত, দিব্যেন্দু। *হিন্দু*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪

সহায়ক গ্রন্থাবলি:

১। আকাদেমি বানান উপসমিতি সম্পাদিত। *আকাদেমি বানান অভিধান*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১১

২। আচার্য, অনিল সম্পাদিত। *সত্তর দশক (তৃতীয় খণ্ড) ষাট-সত্তরের ছাত্র আন্দোলন*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, ১৯৮৭

৩। আচার্য, অনিল সম্পাদিত। *সত্তর দশক (প্রথম খণ্ড) সত্তর দশকের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়ন*, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ১৩৮৭

৪। আচার্য, ড. মধুমিতা। *স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত কর্মরতা মেয়েদের ভূমিকা*। কলকাতা: কমলিনী, ২০১২

৫। আজাদ, হুমায়ুন। *নারী*। ঢাকা, বাংলাদেশ: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২

৬। ইয়াসিন, তাহা ও সাদি, অনুপ (সম্পাদিত)। *নারী*। ঢাকা, বাংলাদেশ: কথাপ্রকাশ, ২০০৮

৭। কর, শিশির। *বিপ্লব আন্দোলনের নেপথ্যে নানা কাহিনী*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২

৮। গিরি, ড. সত্যবতী এবং মজুমদার, ড. সমরেশ (সম্পাদিত)। *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*। কলকাতা: রত্নাবলী, ২০০২

৯। গোস্বামী, অচ্যুত। *বাংলা উপন্যাসের ধারা*। কলিকাতা: পাঠভবন, ১৯৬১

১০। ঘোষ, কালীপ্রসন্ন। *নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

১১। ঘোষ, নির্মল। *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৪০১ বঙ্গাব্দ

১২। ঘোষ, বিনয়। *বাংলার নবজাগৃতি*। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০২০

১৩। ঘোষ, বিনয়। *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ*। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০২০

১৪। ঘোষ, সুবোধ। *নির্বাচিত গল্পগুচ্ছ*। কলিকাতা: আনন্দম, ১৯৯৫

১৫। চক্রবর্তী, সুমিতা। *উপন্যাসের বর্ণমালা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৩

১৬। চট্টোপাধ্যায়, অনুনয়। *মার্কস ও মার্কসবাদ*। কলকাতা: এন. ই. পাবলিশার্স, ২০০৯

১৭। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। *কমলাকান্তের দপ্তর*। কলিকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ, ১৯৬২

১৮। চন্দ, পুলক (সম্পাদিত)। *নারীবিশ্ব*। কলকাতা: গাঙচিল, ২০০৮

১৯। চৌধুরি, সিদ্ধার্থরঞ্জন সম্পাদিত। অন্তর্গত *বাঙালি মধ্যবিত্ত মানস*। কলকাতা: উবুদশ, ২০১১

২০। চৌধুরী, রমাপদ। *উপন্যাস সমগ্র ৪*। কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ১৯৯৩

২১। চৌধুরী, শম্পা সম্পাদিত। *প্রসঙ্গ বাংলা ছোটো গল্প স্বাধীনতার আগে ও পরে*। কলকাতা: রত্নাবলী, ২০১১

২২। চৌধুরী, শম্পা। *রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০১০

২৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ

২৪। দত্ত, বীরেন্দ্র। *বাংলা ছোটোগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ ২*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪

২৫। দাশ, শিশিরকুমার। *বাংলা ছোটোগল্প*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

২৬। দাস, অরূপকুমার। *ষাট ও সত্তরের দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১২

২৭। নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র। *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*। কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬০

২৮। পাল, শ্রাবণী। *বাংলা ছোটোগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৮

২৯। প্রামাণিক, সুরঞ্জন। *নারী-পুরুষের যৌথ অভিযান মানবিক সমাজের দিকে*। কলকাতা: উদবুশ, ২০১৫

৩০। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, ২০১০

৩১। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। কলিকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬

৩২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বাংলা উপন্যাস*। কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ

৩৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩

৩৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত। *গল্প নিয়ে, উপন্যাস নিয়ে*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ

৩৫। বসু, প্রদীপ। *বাঙালি জীবনের তত্ত্বতালাশ*। কলকাতা: পরম্পরা, ২০১৬

৩৬। বসু, সমরেশ। *বিবর*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬

৩৭। বসু, স্বপন ও দত্ত, হর্ষ (সম্পাদিত)। *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০২০

৩৮। ভট্টাচার্য, জগদীশ। *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*। কলকাতা: ভারবি, ২০০৭

৩৯। ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। *এঙ্গেলস: দুশ বছর পেরিয়ে*। কলকাতা: আর বি এন্টারপ্রাইজ, ২০২১

৪০। ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *প্রবন্ধসংগ্রহ ২*। কলকাতা: গাঙচিল, ২০১২

৪১। ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *বিবাহ প্রসঙ্গে*। কলকাতা: ক্যাম্প, ২০০৫

৪২। মওদুদ, আবদুল। *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২

৪৩। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদিত)। *পঞ্চাশের দশকের কথাকার*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮

৪৪। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার। *উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯

৪৫। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার। *উপন্যাসে জীবন ও শিল্প*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮

৪৬। মজুমদার, গুণদা। *মেয়েদের অধিকার*। কলিকাতা: বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ, ১৯৬৫

৪৭। মান্না, গুণময়। *শিল্পিত বাংলা উপন্যাস*। কলকাতা: বামা পুস্তকালয়, ২০০২

৪৮। মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। *গল্পমালা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬

৪৯। মিত্র, প্রেমেন্দ্র। *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশার্স, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

৫০। মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার। *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩

৫১। রায়, অলোক, সরকার, পবিত্র এবং ঘোষ অভ্র (সম্পাদিত)। *দুশো বছরের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য*। নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৭

৫২। রায়, অলোক। *বাংলা উপন্যাস: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০০

৫৩। রায়, দেবেশ। *উপন্যাস নিয়ে*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১

৫৪। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ। *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯

৫৫। রায়চৌধুরী, গার্গী সম্পাদিত। *মেয়েদের যৌনতা প্রবাদ, অনুভূতি ও বাস্তবতা,* কলকাতা: কারিগর, ২০২১

৫৬। লাহিড়ী, কার্তিক। *বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস*। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

৫৭। শীল, শেখর। *নারী-ভাবনার কাটাকুটি*। কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০২১

৫৮। সরকার, সুমিত। *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*। কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৩

৫৯। সরকার, সুমিত। *কলিযুগ, চাকরি, ভক্তি: রামকৃষ্ণ ও তার সময়*। কলকাতা: সেরিবান, ২০০২

৬০। সান্যাল, ড. অরুণ। *প্রসঙ্গ: বাংলা উপন্যাস*। কলকাতা: ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৬০

৬১। সিং, সুকুমার। *ভারতের নারী প্রসঙ্গ*। কলকাতা: মাস এন্টার্টেন্মেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২

৬২। সিংহ রায়, জীবেন্দ্র। *কল্লোলের কাল*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮

৬৩। সিকদার, অশ্রুকুমার। *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮

৬৪। সিদ্দিকা, ফারজানা। *নারীর সৃষ্টি: নারীর দ্বন্দ্ব*। ঢাকা, বাংলাদেশ: কথাপ্রকাশ, ২০১৮

৬৫। সুর, অতুল। *ভারতের বিবাহের ইতিহাস*। কলকাত: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ

৬৬। সেন, রুশতী। *প্রচ্ছন্নের আখ্যান*। কলকাতা: থীমা, ২০০২

৬৭। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। *গদ্যসমগ্র*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২

৬৮। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪

অনূদিত গ্রন্থাবলি:

১। দুবে, এস. সি.। *ভারতীয় সমাজ*। রজত রায় অনূদিত। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৬

২। মার্কস, কার্ল। এঙ্গেলস, ফ্রেডরিখ। লেনিন, ভ্লাদিমির। স্টালিন, জোসেফ। *নারী মুক্তির প্রশ্নে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন*। কনক মুখোপাধ্যায় অনূদিত। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮

৩। শেষন, টি. এন.। হাজারিকা, সঞ্জয়। *ভারতের অধঃপতন*। ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬

ইংরেজি গ্রন্থাবলি (ইংরেজিতে রচিত এবং ইংরেজি ভাষায় অনূদিত):

১। Beauvoir, De Simon. *The Second Sex*. Translated by Constance Borde & Sheila Malovany-Chevallier. London: First Vintage Books Edition, May 2011

২। Engles, Frederick. *The Origin of the Family, Private Property, and the State*. Translated by Pat Brewer. Australia: Resistance Books, 2004

৩। Jones, Daniel N. & Paulhus, Delroy L.. 'Machiavellianism', *INDIVIDUAL DIFFERENCES IN SOCIAL BEHAVIOR*, Mark R. Leary, Rick H. Hoyle (Eds.), New York: The Guilford Press, 2009

৪। Marx, Karl, Engels, Friederich. *Manifesto of the Communist Party*. Moscow: Progress Publishers, 1969

৫। Marx, Karl. *A Contribution to the Critique of Political Economy*. Moscow: Progress Publishers, 1859

৬। Maslow, Abraham Harold. *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row Publishers, 1954

৭। Millet, Kate. *Sexual Politics*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2000

৮। Moi, Toril. *Sex, Gender and the Body: The Student Edition of What is a Woman?*. Oxford: Oxford University Press, 2005

৯। Moi, Toril. *Sexual/Textual Politics*. London & New York: Routledge, 2002

১০। Mumford, Lewis. *The Culture of Cities*. New York: Harcourt, Brace and Company, 1938

১১। Sen, Samar, Panda, Debabrata & Lahiri, Ashish (Eds.). *Naxalbari and after: A frontier anthology*. Kolkata: Kathashilpa Publication, Vol 1, 1978

১২। Shakespeare, William. *The Tragedy of Macbeth*. London: British Library, 1788

১৩। Varma, Pavan K.. *The Great Indian Middle Class*. India: Penguin Books, 2007

পত্র-পত্রিকা (বাংলা):

১। ঘোষ, সাগরময় (সম্পা.)। *দেশ* সাহিত্য সংখ্যা। কলকাতা (১৩৮৩)

২। চক্রবর্তী, কল্যাণ (সম্পা.)। *দরবারি সাহিত্য পত্রিকা*, দিব্যেন্দু পালিত সংখ্যা। কলকাতা (১৩৯১)

৩। চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র ও আচার্য, নির্মাল্য (সম্পা.)। *এক্ষণ*, কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যা ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয়, তৃতীয় সংখ্যা। কলকাতা: সুবর্ণরেখা (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৭৫)

৪। তালুকদার, দেবর্ষি ও বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত (অতিথি সম্পা.)। *আলোচনা চক্র*, কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যা ৩৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। কলকাতা (আগস্ট ২০১৯)

৫। দত্ত, হর্ষ (সম্পা.)। *বইয়ের দেশ*, দিব্যেন্দু পালিতের মুখোমুখি ১২ বর্ষ, ২ সংখ্যা। কলকাতা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৬)

৬। বসু, অরূপ। *বারণরেখা ভাবনার অন্য ভুবন,* কলকাতা কাহিনী একাদশ বর্ষ। কলকাতা (ফাল্গুন ১৪২৮)

৭। ব্রহ্ম, চৈতালী (সম্পা.)। *এপার ওপার ইছামতী,* স্মরণিকা – অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় – দিব্যেন্দু পালিত দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা। কলকাতা (শারদ সংখ্যা ১৪২৬)

৮। মিত্র, অমর (সম্পা.)। *কথা সোপান* তৃতীয় বর্ষ। কলকাতা (শারদীয় ১৪২৩)

৯। রায়, প্রদীপ্ত (সম্পা.)। *প্রিয়দর্শিনী,* দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা। কলকাতা (জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩)

১০। রায়, বব (সম্পা.)। *আমার সময়,* কলকাতা ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা। কলকাতা (ফেব্রুয়ারি ২০১১)

পত্র-পত্রিকা (ইংরেজি):

১। Fuchs, Eberhard & Flugge, Gabriele. 'Adult Neuroplasticity: More Than 40 Years of Research'. *Neural Plasticity*, Vol. 2014, Article ID 541870. New York: Hindawi Publishing Corporation

২। Paulhus, Delroy L. & Williams, Kelvin M.. 'The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy, *JOURNAL OF RESEARCH IN PERSONALITY*, 36 (2002)

বৈদ্যুতিন মাধ্যম:

১। https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_suffrage

accessed 01.08.2024. 09.30 p.m.

২। Alva, Niharika. “Meet the brothers who built Bengaluru’s first apartment block”. *Times of India*. April 28, 2018.

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/meet-the-brothers-who-built-citys-first-apartment-block/articleshow/63945436.cms

৩। https://en.wikipedia.org/wiki/John_Logie_Baird

accessed 04.10.2021, 6.15 p.m.

৪। https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Shoenberg

accessed 04.10.2021, 6.45 p.m.